Find us on
নিউজ@৯
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১ কার্তিক ১৪২৭ রবিবার ৫.০০ টাকা ২০ পাতা 18 October 2020 Sunday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in SLG + JAL

রহস্যে মোড়া নাইটরা হায়দরাবাদের সামনে

উনিশের পাতায়

বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার, বিক্ষোভ

এনজেপি এলাকায় নতুন করে অশান্তির আঁচ

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বিজেপিতে ভিড়েই গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলার ও নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার দাপুটে নেতা জয়দীপ নন্দী। শুক্রবার তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনার জেরে শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ফলে এনজেপি এলাকা নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাতেই বিজেপির শিলিগুড়ির নেতারা থানায় যান। গভীর রাত পর্যন্ত এনজেপি থানায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল বলেন, 'আমাদের ওপর হামলা চালাল তৃণমূল। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এফআইআর করলাম। কিন্তু তৃণমূলের কাউকে গ্রেপ্তার করা হল না। কিন্তু ঘটনাস্থলে না থাকা সত্ত্বেও আমাদের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। গণতন্ত্র হত্যার যে অভিযোগ আমরা করছিলাম, তা আরও একবার প্রমাণিত হল। আমরা আইনি লড়াই লড়ব।' রাতে থানায় দাঁড়িয়ে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'রবিবার সকালের মধ্যে জয়দীপ নন্দীকে না ছাড়লে আমরা শিলিগুড়ি অচল করে দেব।' পর্যটনমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক গৌতম দেব বলেন, 'কে অ্যারেস্ট হয়েছে জানি না। আমার জানার কথাও নয়। যাদের নামে এফআইআর হয়েছে তারা অ্যারেস্ট হবে।' উল্লেখ্য, শুক্রবার ঘটনার পরই জয়দীপ নন্দীকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছিলেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার। সন্ধ্যায় মিছিলে নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী।

এনজেপি-তে ট্রেন সাফাইয়ের কাজে যুক্তরা কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। আগে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এনিয়ে মাঝেমধ্যেই খণ্ডযুদ্ধ বাধত। জয়দীপ নন্দী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সেই বিরোধ তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের চেহারা নিয়েছে। স্টেশনে ট্রেন ধোয়ার কাজে যুক্তদের কাছে থেকেই জানা গিয়েছে, তিন শিফটে ৬০ জন করে মোট ১৮০ জন এই কাজ করেন। তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা আর নেতাদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৫০ থেকে ৩৫০ টাকা দৈনিক মজুরি দেয় ঠিকাদার সংস্থা। সেজন্য প্রতিদিন মজুরি থেকে ৪০ টাকা করে নজরানা দিতে হয়। প্রতিদিন শুধু ট্রেন ধোয়ার কাটমানি ৭,২০০ টাকা। মাসের হিসাবে যা দু'লক্ষ টাকারও বেশি। ফলে এই ঠিকাশ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এনজেপি এলাকার নেতাদের বিরোধের শেষ নেই।

শনিবার রাতে এনজেপি থানায় বিজেপির বিক্ষোভ। ছবি : রাহুল মজুমদার

> আমাদের ওপর হামলা চালাল তৃণমূল। আমরা এফআইআর করলাম। কিন্তু তৃণমূলের কাউকে গ্রেপ্তার করা হল না।
>
> –প্রবীণ আগরওয়াল
> *জেলা সভাপতি, বিজেপি*

> কে অ্যারেস্ট হয়েছে জানি না। আমার জানার কথাও নয়। যাদের নামে এফআইআর হয়েছে তারা অ্যারেস্ট হবে।
>
> –গৌতম দেব
> *পর্যটনমন্ত্রী*

শুধু তাই নয়, অন্য কাজের বাঁটোয়ারা নিয়েও ঝামেলা শুরু হয়েছে। এলাকার ব্যবসায়ী থেকে ঠিকাকর্মীরা বলছেন, হকার হোক বা ট্রাকের মালিক, হোটেল মালিক হোক বা গাড়ির চালক, এনজেপিতে রোজগার করতে হলে টাকার ভাগ সকলকে দিতে হবে। ট্রেনের হকারদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকদিন ৫০ টাকা, প্ল্যাটফর্ম হকারদের ১০০ টাকা, জলের বোতল যাঁরা বিক্রি করেন তাঁদের বোতলপিছু এক টাকা- এমন শ্রমিকদেরও কাজ পেতে এবং কাজ টিকিয়ে রাখতে নিয়মিত নজরানা গুনতে হয়। এমনকি এলাকার মার্চেন্টদেরও পার্টি ফান্ডে রেট বাঁধা রয়েছে। সবমিলিয়ে হকারের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। বাইরের ট্রাকগুলিকে সাফাই খাতে দিতে হয় ৭০ টাকা এবং মাল লোডিংয়ের পর ১০০ টাকা। স্থানীয় ট্রাককেও প্রত্যেকদিন লোডিংয়ের পর ১০০ টাকা দিতে হয়। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও দৈনিক দুশো টাকা করে নেওয়া হত বলে অভিযোগ।

এসব কথা অবশ্য এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো তৃণমূল বা বিজেপি নেতারা স্বীকার করছেন না। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি অরূপরতন ঘোষ বলেন, 'টাকা নিয়ে লড়াই সংক্রান্ত কোনও তথ্য আমার কাছে নেই। এ ব্যাপারে ঢুকতেও চাই না। আমরা চাই শুধু রাজনৈতিক লড়াই।' বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ন্যাশনাল ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের জেলা সভাপতি তুফান সাহা বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে এনজেপিতে টাকা আদায় হয়। এই প্রথা আমরা বন্ধ করতে চাই। তাই আমাদের ওপর হামলা। রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়, আমরা চাই সুস্থ রাজনীতি।'

এলাকার ব্যবসায়ীরা বলছেন, ক্ষমতায় যখন যে দল থাকে, সে দলেরই কর্তৃত্ব কায়েম হয় এনজেপিতে। সবমিলিয়ে প্রত্যেকদিন কয়েক লক্ষ টাকা ওঠে। যার মোটা অংশ চলে যায় কলকাতাতেও। তাই এ ব্যাপারে পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে কোনওদিনই কোনও অভিযোগ জমা পড়ে না। পুলিশে অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগ দায়ের হয় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে। যেমন শুক্রবার ঘটেছে। ট্রেন ধোয়ার বরাত নিয়ে এদিন দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যাতে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রং লাগে। বিজেপি শ্রমিক নেতা ধর্মরাজ রায় সহ চার-পাঁচজনকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। একইভাবে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে ভাঙচুরে নাম জড়ায় বিজেপির। পুলিশে দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিজেপির একজনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি শনিবার জলপাইগুড়ি আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান। শনিবার থানায় বিক্ষোভ দেখায় আইএনটিটিইউসি। রাতে গ্রেপ্তার হন জয়দীপ নন্দী।

ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, এবারের লড়াই এত সহজে মিটবে না। বিশেষ করে ভোটের আগে এলাকার দখল আর তোলা আদায়ের অধিকার নিয়ে দু'পক্ষই মরিয়া। ফলে আগামীদিনে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার আশঙ্কা থাকছেই।

ক্যাগ-এর অডিটে প্রশ্নের মুখে উঃবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী • শিলিগুড়ি

১৭ অক্টোবর : ক্যাগ-এর পারফরমেন্স অডিটে একাধিক প্রশ্নের মুখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন, ক্যাগ-এর তোলা প্রশ্নে ন্যাক-এর মূল্যায়নেও প্রভাব পড়তে পারে। ফলে শীর্ষ অডিট সংস্থার প্রশ্নের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপাকে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৮-'১৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফরমেন্স অডিট সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ওই রিপোর্টে ক্যাগ কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণার নানা দুর্বলতার কথা বলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংঘের কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। যেসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। প্রাক্তনী সংঘকে সক্রিয় করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ দিলীপকুমার সরকার বলেন, 'পারফরমেন্স নিয়ে ক্যাগ যেসব বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে আমরা সেগুলির উত্তর ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রাক্তনী সংঘ একটি স্বশাসিত সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওই সংগঠনের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার কোনও এক্তিয়ার নেই। সংগঠনের পক্ষ থেকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কোনও সহযোগিতা বা পরামর্শ চাওয়া হয় তবেই আমরা সেই অনুসারে তাদের সাহায্য করতে পারি। সংগঠনের পক্ষ থেকে যখন যেভাবে আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে আমরা সেভাবেই তাদের সাহায্য করেছি। এই বিষয়গুলিকে ক্যাগকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

NEET NON QUALIFIERS CAN QUALIFY*
MBBS
40-75 LAC + COLLEGE FEES GOVT.COLLEGES**
100 % EDUCATION LOAN AVAILABLE*
NEET MARKS REQUIRED 140
WEST BENGAL/ ORISSA / BIHAR (KISHANGANJ)
Student Life Insurance Policy Must Rs. 2 Lac Yr. Premium*
STATE / MGT. / NRI QUOTA
MD/MS FMGE PASS
90730 27904 DEC / JAN. EXAM

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন চাকরিমুখী কোর্স চালু থাকলেও দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট সেল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কলা ভবনে একটি বোর্ড ঝোলানো থাকলেও বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লেসমেন্ট সেলের কোনও অফিস নেই বলেই অভিযোগ। কেন এই পরিস্থিতি, কেন বছরের পর বছর ধরে প্লেসমেন্ট সেল নিষ্ক্রিয় তা নিয়েও ক্যাগ প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একজন প্লেসমেন্ট অফিসার রাখা হলেও তিনি কী কাজ করছেন তাও ক্যাগ-এর আধিকারিকরা জানতে চেয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও কেন সমাজবিজ্ঞান ও কলা বিভাগ পিছনের সারিতে তা নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। ঠিক কী কী সমস্যার জন্য ওই দুই বিভাগ পিছিয়ে রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সমস্যা খুঁজে বের করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না ক্যাগ সেই প্রশ্নও তুলেছে। সূত্রের খবর, আরও বেশ কয়েকটি বিভাগ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ন্যাক-এর মূল্যায়নে প্রাপ্ত গ্রেডের ওপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান পায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অনুদান দেওয়ার

এরপর ষোলোর পাতায়

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি অযৌক্তিক নয়, বললেন অমিত

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি নিয়ে বিজেপি নেতাদের দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শনিবার একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমিত শা বলেন, 'রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ওঁদের (বিজেপি নেতা) দাবি অযৌক্তিক নয়। বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ।' তবে বাংলায় এখনই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হবে কি না, সেই প্রশ্নে কিছুটা সতর্কভাবে অমিত বলেন, 'আমি তা এখনই বলছি না। আমি বলতে চাইছি রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে ভুল নেই।' পরের বছরে বাংলায় 'পরিবর্তন' আসছে বলেও এদিন দাবি করেন অমিত শা। আগামী বছরের নির্বাচন প্রসঙ্গে শা বলেন, 'আমরা আমাদের সবটুকু দিয়ে লড়ব। আমি নিশ্চিত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বাংলায় পরের বছর পরিবর্তন আসছেই।' তবে রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, সেই প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু বলতে চাননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যে কেউ হতে পারেন, তবে মানুষ এখন রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে হঠাতে চাইছে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কোনও রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যপালের রিপোর্ট পাওয়ার পর সাংবিধানিক রীতি মনে তবেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।' অমিত শা'র এই মন্তব্যের পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্র রাষ্ট্রপতি শাসনের পথে হাঁটবে কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কোনও জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বিজেপি নেতা-কর্মীর খুনের কোনও ঘটনা ঘটলেই রাজ্যের বিজেপি নেতারা রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানান। সম্প্রতি কৈলাস বিজয়বর্গীয়, বাবুল সুপ্রিয় এই নিয়ে সরব হয়েছেন। এদিন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক খুনোখুনি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অমিত শা বলেন, 'বাংলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। প্রত্যেক জেলায় বোমা তৈরির কারখানা তৈরি হয়েছে। কোনও রাজ্যে এই পরিস্থিতি নেই।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আগে কেরলে এই ধরনের পরিস্থিতি ছিল কিন্তু এখন তা অনেক নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।' ঘূর্ণিঝড় আমপানের পর ত্রাণবিলিতেও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন অমিত শা। রাজ্য সরকার যেভাবে করোনা মোকাবিলা করছে তারও সমালোচনা করেন তিনি। অমিত শা বলেন, 'মহামারি মোকাবিলায় ঠিকমতো ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য সরকার।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদের
৪০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে
এই প্রথম রংদার রোববার-এর
পাতায় বারো ইয়ারি উপন্যাস
বজ্রমানিক
শুভ্রদীপ চৌধুরি-এর কলমে
আজ ৪র্থ পর্ব

পুজোয় কোপ, ছাড় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে

সপ্তর্ষি সরকার • ধূপগুড়ি

১৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। করোনার কোপে এবারে পুজো নিয়ে উদ্যাক্তা থেকে বিশেষজ্ঞ, আতঙ্কিত সবাই। মানুষ কতটা ভয় পেয়েছে তা অবশ্য বোঝা মুশকিল। স্বাস্থ্যবিধি না মেনে দোকানে দোকানে তাঁদের উপচে পড়া ভিড় তো সেই কথাই বলে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে নভেম্বরে রাজ্যে করোনার প্রকোপ মারাত্মক হবে বলেই বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। সমস্যা মেটাতে রাজ্য পুজোর আয়োজনে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। ভিড় ও জমায়েতে রাশ টানার কথা বলা হয়েছে। খোলামেলা মণ্ডপে পুজোর আয়োজন করতে আয়োজকদের বলা হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। পুজোয় স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আদালত কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বাধ্যতামূলক করতে আয়োজকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনার জেরে পুজোর বাজারে মন্দার ছাপ পড়েছে। এসবের জেরে একদিকে যখন এবারের পুজো নিজের গৌরব হারাচ্ছে অন্যদিকে শাসক ও বিরোধী দু'পক্ষই বহালতবিয়তে জমায়েত করে ভিড়ে ঠাসা রাজনৈতিক কর্মসূচি চালাচ্ছে। মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা এই কর্মসূচিগুলিতে শামিল হচ্ছেন। প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও অনেকেই এ বিষয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন।

ধূপগুড়ির এক পুজোর আয়োজক

শনিবার ধূপগুড়ি কমিউনিটি হলে ভিড়ে ঠাসা তৃণমূলের কর্মীসভা। –সংবাদচিত্র

বলেন, 'সাধারণ মানুষ বলেই হয়তো আমাদের নিয়ে এত কড়াকড়ি। অথচ সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই সময়ে স্থানীয় ও বহিরাগতদের নিয়ে জমায়েত করে মিটিং-মিছিল, সভা করে চলেছে। তাদের জন্য কি কোনও নির্দেশিকা নেই? পুজো দেখতে সাধারণত কমবয়সিরাই বেশি আগ্রহী হয়। অথচ পুলিশের সামনেই রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলিতে বয়স্করা জমায়েত হচ্ছেন।' করোনার সময় কীভাবে এমন রাজনৈতিক সমাবেশের অনুমতি মিলছে বলে রাজ্যের শাসকদলের অন্যতম নেতা তথা বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি কিছুটা এড়িয়েই যান। মন্ত্রী বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারা কীভাবে এসব করছে তা খোঁজ নিয়ে দেখছি।' মন্ত্রী কিন্তু নিজেই গত এক মাসে উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা থেকে

এরপর ষোলোর পাতায়

জলপাইগুড়িতে পাঁচদিন নির্জলা দুটি ওয়ার্ড

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি পুরসভার ৯ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডে টানা পাঁচদিন ধরে প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দা নিদারুণ জলকষ্টে রয়েছেন। পানীয় জল পরিষেবার পরিকাঠামো কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ায় দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন রেসকোর্সপাড়া, সুভাষ উন্নয়নপল্লি, ভানুনগর, পিলখানা কলোনি সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। পুরসভার নিজস্ব পরিস্রুত পানীয় জল পরিকাঠামোর মাধ্যমে ৯ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করা হয়। টানা পাঁচদিন ধরে জল পরিষেবার পরিকাঠামো অচল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তা মেরামতের উদ্যোগ না নেওয়ায় ওয়ার্ডবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

পুরসভার জল না পেয়ে জল কিনে খেতে হচ্ছে অঞ্জন ঘোষ, আলপনা ছেত্রী, অজয় থাপা, সুভাষ ছেত্রী সহ এলাকার বাসিন্দাদের। ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ দে অভিযোগ করেছেন, বারবার ৯ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জল পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে। অথচ পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। আগে পুর কাউন্সিলার থাকাকালীন, এখন ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর হিসাবে তিনি পুর কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোনও ফল পাওয়া যায়নি। দুটি ওয়ার্ডের ট্যাপকলগুলির সামনে জলের পাত্র রেখে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার পরও জল পাচ্ছেন না এলাকার বাসিন্দারা। জলস্তর অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। অবশ্য পুরসভার জল বিভাগের পক্ষ থেকে শনিবার পরিস্রুত পানীয় জল পরিকাঠামোর মেরামতের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, '৯ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি জানি। দ্রুততার সঙ্গে পরিকাঠামো মেরামত করা হচ্ছে। আশা করছি, দ্রুতই পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

শরৎকাল শেষ হতে চললেও জলপাইগুড়ি শহরে রোদের তেজ এখন যথেষ্টই। ফলে জল একটু বেশি লাগছে বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জন ঘোষ বলেন, 'আগে এরকম জলকষ্টে পড়িনি। পাঁচদিন ধরে জল না পেয়ে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অবস্থা এমন যে শুধুমাত্র পানীয় জল নয়, স্নানের জলও আমাদের কিনতে হচ্ছে। প্রথমেই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলে এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না।' সমস্যা প্রকট পিলখানা কলোনি, সুভাষ উন্নয়ন কলোনিতে। ফলে পুজোর মুখে স্থানীয়দের ক্ষোভ বাড়ছে। পানীয় জল পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক না হলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নজরকাড়া

টিকা বণ্টনে নির্দেশ মোদির

চোদ্দোর পাতায়

ক্ষুধা সূচকে পাকিস্তানের নীচে ভারত

পনেরোর পাতায়

সব জেলায় সংক্রমণ বাড়ছে

সতেরোর পাতায়

স্টিয়ারিং হাতে সংসার চালান স্মিতা

অন্য দুর্গা

পঙ্কজ মহন্ত

তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাওয়ার জোগাড়। স্বামীর যৎসামান্য কৃষিকাজের পরে ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। একসময় সামাজিক বেড়াজালের ভ্রূকুটি হেলায় উড়িয়ে সংসারের হাল ধরতে গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে তুলে নিয়েছিলেন বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্মিতা মুর্মু। কেউ হেসেছিল, কেউ বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে দীর্ঘ আট বছর ধরে জেলার প্রথম পণ্যবাহী গাড়ির চালক হয়ে উঠেছেন স্মিতা মুর্মু। প্রতিদিন গাড়িতে পণ্য নিয়ে দূরদূরান্তের বাজারে পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি। আর এইভাবেই অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ থেকে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, এককথায় সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামের বধূ স্মিতার অন্নপূর্ণা হয়ে ওঠার গল্প ছড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। জেলার প্রশাসনিক কর্তারা তাঁর কথা জানার পর মেনে নিয়েছেন, একান্তই পুরুষশাসিত গাড়িচালক পেশায় তিনি ব্যতিক্রম, নারীশক্তির প্রতীক। তাই আগামীদিনে বালুরঘাট ব্লকে সরকারি কাজের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে তাঁকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে প্রশাসন।

বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধকুরিগ্রামের বাসিন্দা আদিবাসী মহিলা স্মিতা মুর্মু। স্বামীর নাম বিজয় মুর্মু। বাড়িতে এক ছেলে ও দুই মেয়ে। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল না হওয়ায় ও স্বামীর কৃষিকাজের আয়ে সংসার ঠিকমতো চলছিল না। জমির ধান আনার জন্য ঋণ করে স্মিতা

ও তাঁর স্বামী একটি পণ্যবাহী গাড়ি কেনেন। প্রথমে একজন গাড়ির চালক ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই চালক গাড়ি চালানোর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। এদিকে, স্মিতাদেবীর স্বামীর চোখ ও পায়ের সমস্যা থাকায় গাড়ি চালাতে পারতেন না। বাড়িতেই পড়ে থেকে গাড়িটি নষ্ট হচ্ছিল। সংসারের হাল ধরতেই একদিন স্মিতাদেবী স্টিয়ারিং হাতে ধরেন। আদিবাসী পরিবারের এক অল্পশিক্ষিত মহিলার এমন সাহস দেখে অনেকে চমকে উঠেছিল।

এরপর ষোলোর পাতায়